JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকা বাংলা কবিতার আধুনিক হয়ে ওঠার পথনির্দেশক

রূপালী সরকার
পিএইচ.ডি গবেষক
ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতা বলতে যা বোঝায়, সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর যে ধারণা, সেই ধারণাটি প্রস্তুত হয়েছিল ইতিপূর্বে কল্লোল, কালকিলম ও প্রগতি পত্রিকার সূত্রে। কল্লোল-এর ক্ষেত্রে এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস গোকুলচন্দ্র নাগ, তাদের পত্রিকায় যে আধুনিকতার আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেখানে তার অন্যতম শর্তই ছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে আরো এক নতুন দিনের কাব্যসাধনা। সেক্ষেত্রে সম্পাদক-দ্বয় এবং কল্লোল-এর কবিরা রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে রেখেই তাদের কাব্যসাধনাকে জারি রাখতে চেয়েছিলেন। এদের দলে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন। সেক্ষেত্রে একথা কোন ভাবেই অস্বীকার করা চলে না যে, বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতার যে আধুনিকতার পথযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আসলে কল্লোলীয় উত্তরাধিকার।

বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ সাহিত্য পত্রিকার অবদান বললে খুব বেশি বলা হবে না। সাহিত্যের বর্ষ পরিক্রমায় এক এক ধারা এসেছে, প্রকাশিত হয়েছে এক একটি পত্রিকা। নতুন নতুন লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সচেতন সাহিত্যিক অভিপ্রায় কাজ করেছিল বলেই সাহিত্য পত্রিকা মানে সাহিত্য আন্দোলন অবশ্য সব আন্দোলন ফলপ্রসূ যেমন হয় না; আবার সব পত্রিকা সে আন্দোলনে সমান ভূমিকা পালন করতে পারে না। প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, সবুজপত্র, কল্লোল, প্রগতি, সওগাত, মোহাম্মদী, কালকিলম, সাধনা, পরিচয় বহু আশ্রয় বাংলা পত্রিকার মধ্যযুগে যখন পাঠক ছিল অল্প, সাহিত্যের ধারাকে সচল ও প্রাণবন্ত রেখেছিলেন। সেই সময় এই এক একটি পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতো এক একটি আড্ডা, বলতে হয় সাহিত্য আড্ডা। ‘পরিচয়’-এর এক বৈঠকে বুদ্ধদেব বসু অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে মার্কিনী পত্রিকা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা পত্রিকার আইডিয়া পান। বুদ্ধদেব বসুর কথায়—

> ‘আমি জানি না সেটাই হ্যারিয়েট মনরো-স্থাপিত শিকাগোর ‘পোইট্রি’ কিনা— তখনও সেই বিখ্যাত পত্রিকাটির নাম শুনিনি; কিন্তু সেটাতেও ছিলো শুধু কবিতা আর হয়তো কিঞ্চিৎ কবিতা-সংক্রান্ত গদ্য। নমুনাটি উল্টেপাল্টে দেখে আমার মনের মধ্যে একটা উশকোনি

জাগলো এ রকম একটি কবিতাসর্বস্ব পত্রিকা বাংলায় কি বেরে করা যায় না? তখন এ নিয়ে কথা বললাম না কারো সঙ্গে, হয়তো অসম্ভব ভেবে মনের তলায় চেপে দিয়েছিলাম— কিন্তু সেই অঙ্কুর থেকেই ফল ফললো প্রায় চার বছর পরে— আমার সে-সময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেনে আমার সঙ্গী, প্রধান উ□সাহদাতা বিষ্ণু দে এবং সমর সেন।'[১]

ইতিহাস বলে, 'কবিতা' পত্রিকার সূচনায় বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু কিছুদিন পর প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কবিতা' পত্রিকার যৌথ সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। তার কারণ হয়তো এই হতে পারে যে, বুদ্ধদেব বসু যে ভাব-ভাষায় এবং বিদেশী কবিতার নানা প্রভাব এবং আঙ্গিকের দ্বারা আধুনিক কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে হয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। সেই বিষয়টা কখনোই কোন আলোচনায় উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র বিদেশে বারংবার যাত্রা করেছেন, পরিচিত হয়েছেন পাশ্চাত্যের কাব্যের ভাব এবং বিষয়ের নানা মাত্রিকতার সঙ্গে। কিন্তু তিনি নিজের কবিতায় সেই সব বিদেশি প্রভাব ব্যবহার করেছেন তা নয়। তিনি কোনো ভাবেই আধুনিকতার প্রশ্নে বিদেশকে অনুসরণ করবার পক্ষপাতি ছিলেন না। মহাযুদ্ধের কালে বিশ্ব সভ্যতা যখন চরম সংকটের মুখে, জীবন যখন বিশ্বাসহীনতার আবর্তে কন্টকাকীর্ণ – তখন সেকালের হতাশা, ক্রোধ, কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন-যন্ত্রণার সীমাহীন নৈরাশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাকে ঘিরে ধরলেও তিনি কখনোই বুদ্ধদেবীয় ঝকঝকে আধুনিকতার কবিতার পথে চলেননি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল অনুপম একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা। তার সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীমন্ত জানা লিখেছেন—

'প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রবিরোধী না হয়েও আধুনিক কবি।...রবীন্দ্রনাথের পরে একেবারেই নতুন। প্রায় সর্বত্রই তার কণ্ঠ আবেগস্পন্দিত ও প্রগাঢ় অনুভূতিতে স্থির, অচঞ্চল। যুগের চেতনাকে তিনি আত্মসা□ করে নিতে পেরেছেন বলেই আধুনিকতার চোখ-ধাঁধানো চমক লাগানো আতিশয্য থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। ভাষাটিকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের যে বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে...পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলো মেরে সাহিত্যের তথাকথিত উ□কর্ষ প্রমাণের প্রলোভন এড়িয়ে গেছেন, যদিও ভাষার ক্ষেত্রে নিয়ে ক্ষেত্রে যে কোন নতুন কবির মতোই তাঁকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বসতে হয়েছে, ছন্দকেও নিজের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছে।'[২]

তবে এই আধুনিক কবিতা বিষয়টি ঠিক কোন মানদন্ডে বিচার করা হবে, সে বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে চরম বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন সমালোচক আধুনিকতাকে বিচার করতে চেয়েছেন সময়ের মানদন্ডে; কেউবা সময় নয়, ভাবের দিক থেকে আধুনিকতাকে বিচার করতে চেয়েছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, সাম্প্রতিকতার সঙ্গে আধুনিকতার একটা বিশেষ যোগ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য আধুনিক কবিতাকে বিচার করতে চেয়েছেন মানদন্ডে তাইতো তিনি বলছেন সময়ের দিক থেকে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং ভাবের দিক দিয়ে রবীন্দ্রপ্রভাবে মুক্ত কবিতাই আধুনিক কবিতার নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে তার 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে তিনি মডার্ণের প্রতি শব্দ হিসেবে আধুনিকতাকে গ্রহণ করে লিখেছেন—

> ‘পাজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্নস্ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেক-গুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিল। যথা– ওয়ার্ডওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি।’৩

তবে রবীন্দ্রনাথ যাকে আধুনিকতা বলতে চেয়েছেন, সেই ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তাভাবনার একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। তিনি মনে করতেন আধুনিক কবিতার সঙ্গে যেমন সাম্প্রতিকতার একটা যোগ রয়েছে; ঠিক তেমনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও গঠনগত আঙ্গিকের দিকগুলিও আধুনিক কবিতার একটা সুস্পষ্ট দিক লক্ষ্যণ। যেখানে ঐক্য এবং বৈপরীত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে। তাইতো বুদ্ধদেব বসু তার সম্পাদিত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’র ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ‘আধুনিক বাংলা কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যেন সবিস্ময়ে এই কথাটা উপলব্ধি করি যে ঐক্যের মধ্যেও বিপরীতের স্থান আছে, বিরোধের মধ্যেও সংহতির সম্ভাবনা। অর্থাৎ, এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, গতির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা...কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে এক প্রেমের কবিতা আর প্রকৃতির কবিতা; সেই প্রেমের আরও সংরাগ যেমন বাংলা কবিতার সাহসের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি প্রকৃতিও অন্যরকম অর্থ পেয়েছে, কখন আবার রূপকথায় রূপান্তরিত হয়ে কখনো বা নাগরিক অথবা জীবনের বৈদেশিক পটভূমিকায়।’৪

সুতরাং আশা-হতাশা, নাস্তিকতা ও যুগযন্ত্রণার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতা বলতে যে কনসেপ্টটাকে নিজের মধ্যে লালন করে ফিরে ছিলেন, তারই বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছে ‘কবিতা’ পত্রিকাটিকে ক্রমাগত কাল থেকে কালান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে যাবার এক তীব্র প্রবণতার মধ্যে।

আসলে বুদ্ধদেব বসুর যে কবিতাচর্চার ক্ষেত্রটি তার সঙ্গে জুড়ে ছিল একটা একাডেমিক আধুনিকতার বিষয়টি। সেক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত যে কনসেপ্ট, স্বাভাবিক কারণেই একটা পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। তাছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যচর্চা ছাড়াও আরো কিছু ইনভলমেন্ট ‘কবিতা’ পত্রিকা থেকে তার একটা নীরব দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছিল। যে বিষয়টিকে নিয়ে আরো গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে এ কথা মনে করা যেতে পারে।

তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতা পত্রিকাটি প্রকাশের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য ছিল এই – সকলে যারা কবিতা লিখছেন তাদেরকে কবি হিসেবে একটা বিশেষ মর্যাদায় উত্তরিত করে দেওয়া। কারণ বুদ্ধদেব বসু খুব ভালোভাবেই লক্ষ্য করে ছিলেন যে, সকলে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র, কল্লোল কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় পত্রিকাটি ছাড়া আর কোথাও কোন কবির 'কবিতার জন্য কবিতা' ছাপা হয়েছে – এমনটা নয়। তাইতো যে কোনো সাহিত্য আড্ডায় বুদ্ধদেব বসুর একটা লালিত ইচ্ছা প্রায়শই এই প্রসঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার 'কবিতা' পত্রিকায় কোন অতিরিক্ত জায়গা নয়, কবিতার জন্যই তিনি পুরো একটা পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন। যেখানে তিনি আধুনিক কবিতার যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা তার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই জাগরুক ছিল।

কবিতার প্রথম সংখ্যা মোট ৩৩ পাতার আধারে সীমাবদ্ধ ছিল। যেখানে সাত পাতার সম্পাদকীয়র পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত কুমার দত্ত, প্রণব রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

সুতরাং বলা যেতে পারে, শুধু কবিতার জন্য এমন একটা পূর্ণাঙ্গ 'কবিতা' পত্রিকা বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ইতিহাস রচনা করেছে। যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্য-কবিতার জগতে এনেছে আধুনিকতার চর্চা। এই চর্চাকে বুদ্ধদেব বসু শুধুমাত্র কবিতা রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি কবিতা লেখার পাশাপাশি কবিতাকে আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত মাত্রায় উত্তোরিত করে দিতে এই 'কবিতা' পত্রিকায়—

(ক) কবিতা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ,
(খ) বাংলা কবিতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কবি ও কবিতার তুলনামূলক আলোচনা;
(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন কবির কবিতার উ□কৃষ্ট অনুবাদ ছাপিয়েছেন।
(ঘ) সুতরাং বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাটি ছিল কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। এবং
(ঙ) এই পত্রিকা প্রকাশনার পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার কবিদের বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ করেছেন।

আর তারই সূত্রে 'কবিতা' পত্রিকার এই বিরামহীন চর্চার ক্ষেত্রেগুলি, বাংলা কবিতাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে; তেমনি বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি, তাকে কখনো বরণ করে নিয়ে কিম্বা সরিয়ে রেখে কিভাবে কবিতাচর্চা হতে পারে – বুদ্ধদেব বসু তার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই সময় বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক কবি যারা 'কবিতা' পত্রিকায় বিভিন্ন স্বাদের কবিতা লিখেছেন, জীবনানন্দ থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে'র কবিতার বিরুদ্ধে বারবোরেই অভিযোগ উঠেছে তাদের কবিতা প্রায় দুর্বোধ্য। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই সময়কার কবি যারা তারা শুধুমাত্র প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে

পুরাতন রীতির কবিতায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাদের কবিতার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়ে গেছে যুগান্তকারী নানা মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সেইসব ক্ষেত্রগুলি, যা 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে কবিতার আন্দোলন, তাকে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দান করেছে সন্দেহ নেই। তবে জীবনানন্দের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থাকলেও তার যুগান্তকারী কবিতা 'বনলতা সেন' কাব্যের প্রকাশ এবং তার সমালোচনা 'কবিতা' পত্রিকা, কবিতাভবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যেখানে আধুনিক কবিতার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। যেখানে প্রেম-প্রকৃতি-ইতিহাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জীবনানন্দ লিখেছেন, কোন এক কল্প-নারী, বনলতা সেনের জন্য তিনি এই পৃথিবীর পথে হাজার বছর হাঁটতে পারেন—

'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশে যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'[৫]

এ কবিতাটিতে কোন দুর্বোধ্য শব্দ নেই। কোন কোন গবেষক অবশ্য এই কবিতাটির মধ্যে ছন্দের শিথিলতা লক্ষ্য করেছেন। কেউবা বনলতা সেন-এর প্রেমে কিংবা নানা রকম সঙ্গতি সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, প্রত্যেকে মানুষের মধ্যে চিরন্তন প্রেমিকার আকুতি থাকে। জীবনানন্দ তার এই কবিতায় সেই আকুতিকে মূর্ত এক রূপদান করেছেন। যার মধ্যে নেই কোন পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতাকে হুবহু অনুসরণ করবার প্রয়াস। সেক্ষেত্রে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিকতার চর্চা কিম্বা তার কালেই তাকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার নেপথ্যে বুদ্ধদেব বসুর এই 'কবিতা' পত্রিকাটির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তবে প্রথাগত প্রেমে-প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে ‘কবিতা’ পত্রিকার কবিতাগুলির যাত্রা সদা-সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়নি, সে কারণেই এই পত্রিকায় যারা লিখেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের নিজের মতন করে নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার এক একটি নির্দিষ্ট ধারা প্রস্তুত করেছেন। এক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে মার্কসবাদী আন্দোলনের প্রতি একটা অমোঘ আস্থা। এছাড়াও বুদ্ধদেব বসুর নিজের কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে ফ্রয়েডীও মনোবিকলনতত্ত্বের সেইসব দিকগুলি, যা মানুষের মধ্যকোর সুপ্ত হয়ে থাকা সত্তা ও চাহিদাগুলির বিকাশে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নির্মাণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর এমন কোন সমস্যা নেই যা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দ্বারা সমাধান করা চলনো।

এই প্রসঙ্গে ‘কবিতা’ পত্রিকার কবিরা যে সমস্ত যুগান্তকারী তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাদের কবিতায় বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত তথ্যগুলি বারংবার সেই সময়কার সাহিত্যচর্চায় ফিরে ফিরে এসেছে সেগুলি যথাক্রমে—

(ক) মার্কসবাদ, সাম্যবাদ-এর তত্ত্ব;
(খ) ফ্রয়েড সাহেবের প্রেম ও মনোবিকলন তত্ত্ব;
(গ) ফ্রয়েড সাহেবের পাল্টা ইয়ং-এর মন এবং যৌনতার তত্ত্ব;
(ঘ) হ্যাভলক এলিসের মন ও যৌনতা বিষয়ক তত্ত্ব এবং
(ঙ) ফেজোরের নৃতত্ত্ব বিষয়ক তত্ত্ব ইত্যাদি।

তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পর মনীশ ঘটক তার কবিতায় প্রথম যৌন-বাস্তবতা রূপায়ণের সাহস দেখাতে পেরেছিলেন। তবে বুদ্ধদেব বসুর নিজের কবিতাতেও মাঝে মাঝেই ফিরে ফিরে এসেছে উপরোক্ত তত্ত্বগুলির কোন প্রকার কপিবুক অনুসরণ নয়; বরং সেইসব তত্ত্বগুলিকে মানুষের অনুভূতির মধ্যে এনে তিনি তাকে একটা নতুন কাল, নতুন যুগের উপলব্ধিতে উত্তোরিত করে দিয়েছেন। অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর খুব প্রিয় একজন কবি ছিলেন। প্রায় চারখানি গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতাভবন’ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যে কবিতাগুলি অবশ্যই তার ভাব বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপনের ভঙ্গিতে ছিল যথার্থই আধুনিক।

তবে সমর সেনের কবিতায় নতুনতর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য তা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল কবিতা পত্রিকা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতা চর্চার মধ্য দিয়ে তার সেই আধুনিক কবিতার মর্মে ছিল নাগরিক জীবনের এক অসহ্য যন্ত্রণা। যার সৌজন্যে কবিতায় একটা নুতন দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তার প্রতিভার মূল্যায়নে অধ্যাপক শ্রীমন্ত জানা লিখেছেন—

> ‘সমর সেনের কাব্যসাধনায় পালাবদল ঘটে। তিনি পুরোপুরি মধ্যবিত্ত সমাজের নাগরিক কবি হয়ে উঠেন। সমরবাবুকে কলকাতা মহানগরীর কবি বললে অত্যুক্তি হয় না। নাগরিক জীবনের নীতিহীনতা, ক্লেদ, গ্লানি ও নৈরাশ্য ও বিবর্ণতার অবক্ষয়ী চিত্র তাঁর কবিতায় অপূর্ণ দ্যোতনা লাভ করেছে। আধুনিক বণিকী সভ্যতায় মহানগরীর সচল সজীব জীবন দলিত পিষ্ট। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা অন্তসারশূন্য। সে মানুষের রক্ত নিঙড়ে নেয়ে, মানুষের জীবন ক্লেদক্ষিন্নতায় ভরে যায়। জীবনে সুন্দর কল্যাণ বলে কিছু থাকে না। যন্ত্র নগরজীবনকে সাংঘাতিক ভাবে কদর্য কু□সিত করে তুলে—

মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন—তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি।
আর দিন/সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলানোর গন্ধ;
দূরে বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;
আর রাত্রি/রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের মুখর দুঃস্বপ্ন।

আর নাগরিক জীবনে প্রেমে বলে কোনো বস্তু নেই। নারী নগরে কুশ্রীনগ্ন বিকারগ্রস্ত যৌন জীবনে অভ্যস্ত—নরনারীর এই যৌনসম্ভোগ ধর্ষণের নামান্তর—

নারীধর্ষণের ইতিহাস/পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন
দৈনিক পত্রিকায়।'[৬]

শুধু কবিতার জন্য সম্পূর্ণ একটি 'কবিতা' পত্রিকা বুদ্ধদেব বসু দীর্ঘদিন ধরে একনিষ্ঠ ভাবে চালিয়েছেন। ১৯৩৫-এ 'কবিতা' পত্রিকার যাত্রা শুরু আর তার শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে। সেক্ষেত্রে বলা চলে, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে শুধু কবিতার জন্য কোন একটা পত্রিকা চালানো মুখের কথা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু কি এক অদম্য তেজে ও ধারাবাহিকতায় সেই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাইতো কোন কোন গবেষক 'কবিতা' পত্রিকাটির কালকে আধুনিক বাংলা কবিতার এক পরিপূর্ণতার যুগ রূপে চিহ্নিত করেছেন।

তবে এ কথা উল্লেখ্য যে, বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় আধুনিকতা বলতে যদি রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে রাখা – এমন একটা বিশেষ বোধের দ্বারা চালিত হয়েছেন, এটা বললে খুব ভুল বার্তা তৈরি হতে পারে। কারণ 'কবিতা' পত্রিকার ইতিহাস বলে, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং কবিতার নানামুখী আধুনিকতার বিকাশ ও প্রকাশের নানা ক্ষেত্রে নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিতা পত্রিকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে কবিতা পত্রিকার বিষয় অবগত করেছেন এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে তিনি তার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রার্থনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা গেল—

'১. আগামী সংখ্যার জন্য আপনার দু'একটি কবিতা প্রার্থনা করি। গদ্যের নতুন কোনো ভঙ্গির রচনা পেলে খুশি হই।

২. আশাকরি 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যা আপনার কাছে পৌঁছেছে। এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য আপনার একটি কবিতা প্রার্থনা করি। এবারে আপনার দীর্ঘ ও সুন্দর কবিতাটি পেয়ে এমন মনে করবার সাহস হয়েছে যে, এই ত্রৈমাসিক হয়তো আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে না। এমনি গদ্যের কোনো নতুন ঢঙের দীর্ঘ কবিতা পেলে খুব খুশি হবো।

৩. কবিতার আগামী পৌষ সংখ্যার জন্য আপনার একটি কবিতা পেলে খুব খুশি হব। আপনার গদ্য কাব্যে যে বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি প্রকাশ পাচ্ছে, তার ফসল থেকে 'কবিতা' -কে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করবেন না?

৪. গত বছরের মতো এবারের বৈশাখে 'কবিতা'র একটি বিশেষ সংখ্যা বার করবার ইচ্ছা করছি। এই সংখ্যার জন্য আপনার একটি রচনা প্রার্থনা করি।

৫. আগামী আশ্বিনে 'কবিতা'র পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার জন্যে আপনার একটি কবিতা প্রার্থনা করি।'[৭]

সুতরাং বলা যেতে পারে 'কবিতা' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু যেমন তার কালের নবীন লেখকদের একটা সম্মান দানের ব্যবস্থা করেছিলেন; তেমনি করে তিনি কখনোই ভুলে যাননি যে, অগ্রজ রবীন্দ্রনাথের কথা। তাইতো ভাবগত একটা পার্থক্য থাকলেও 'কবিতা' পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর বিনম্র শ্রদ্ধা যে কোন কালে যে কোন সম্পাদকের কাছে অবশ্যই অনুকরণীয় একটি বিষয়।

বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার একজন সহযাত্রী ছিলেন। বলা চলে বিষ্ণু দে'র কবিতার সূত্রে বাংলা কবিতা চর্চায় এসেছিল যথার্থ অর্থেই ইউরোপের কাব্যকলার একটা স্পষ্ট প্রভাব। যিনি বিপ্রিয়স্ত কালের মানুষের কথা বলতে গিয়ে টি.এস.এলিয়টের কাব্যাদর্শের দ্বারা ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যা বাংলা কবিতার আধুনিক হয়ে ওঠার যাত্রাপথে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণু দে সম্পর্কে লিখিছেন—

> 'বিষ্ণু দে'র মার্কসবাদকে আত্মস্থ করে দেশজ জীবনের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত করার প্রয়াস সুস্পষ্ট।...কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, 'Waste Land'-এ যে বেদনাবোধ ও হাহাকার ভুলতে এলিয়টকে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের দুর্গে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল, রাজতন্ত্রে আস্থা পেয়ে still centre-এর শান্তিতে মন সান্ত্বনা পেয়েছিল, সেই স্থবিরকেন্দ্রকে ত্যাগ করে বিষ্ণু দে মার্কসবাদের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। এইখানেই এলিয়টকে তাঁর অতিক্রমণ! তাই দেশজ জীবনের সঙ্গে সেতুবন্ধনের অভিপ্রায়ে রূপকথা-উপকথা থেকে শুরু করে সাঁওতাল-ওঁরাও লোককথার মধ্যে পর্যন্ত তিনি অন্বেষণ করেছেন সামাজিক পরিবর্তনের জনীত বিপ্লবের কারণগুলি :
>
> 'সিদো কেনে তুমি রক্তে করছে চান?
> কাহ্নু বলো তো কেনে 'হুল্' গান,
> বেনে ডাকাতেরা আমাদের দেশে করে দিলি খান্‌খান্।''[৮]

কোন কোন গবেষক অবশ্য 'কবিতা' পত্রিকায় কাব্যে আধুনিকতার আন্দোলনের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু ও তার সমসাময়িক কবিদের উপর বিদেশি প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তার আধুনিক কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার বিষয়গুলিকে অনুসরণ করেছেন, তেমনি পুরাতন ঐতিহ্য রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি এবং বিভিন্ন চরিত্রের নানা ওঠা পড়ায় তার কবিতা চর্চাকে তিনি করে তুলেছেন অসামান্য গতিশীল এবং পুরনো কাহিনিকে নূতন করে পুনর্নির্মাণ করবার একটা ক্ষেত্রে। যা আধুনিকতার দিকে বাংলা কবিতার একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে হয়ে উঠেছে, একথা বলা যেতে পারে। তবে বুদ্ধদেব বসু তার অনুদিত কবিতার সূত্রে যেমন কালিদাসের 'মেঘদূত' ও শংকরাচার্যের 'আনন্দলহরী'কে একটা অত্যন্ত আধুনিকতায় তুলে ধরেছেন, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদের সূত্রে বাংলা কবিতার জগতে প্রবেশ পেয়েছেন—

(ক) বরিস পাস্তারনেক
(খ) এজরা পাউন্ড
(গ) ওয়ালেস স্টিভেন
(ঘ) শার্ল বোদলেয়ার
(ঙ) হ্যেল্ডারলিন এবং রাইনের মারিয়া রিলকের মতো বিশ্ববন্দিত কবিদের মিছিলে।

তবে আধুনিক কবিতা কিভাবে একটা সহজ শব্দ এবং সম্পূর্ণ বাক্যের সজ্জায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন বুদ্ধদেব বসু, একদা তার কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত ‘চিল্কায় সকাল’ কবিতাটির সূত্রে। বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘উটপাখি’ কবিতাটি না পড়লে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রবেশ অসম্ভব; তেমনি বুদ্ধদেব বসুর ‘চিল্কায় সকাল’ বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়; ‘কবিতা’ পত্রিকার চিরন্তন অস্তিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে এই কবিতাটিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেখানে নব্য বিবাহিত কবি চিল্কা সফরে গিয়ে তার অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন—

‘কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক’রে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে;
কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে;
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলিকিয়ে।’[৭]

তথ্যসূত্র :

১. কবিতা পত্রিকার জন্মকথা : বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ, ১৯৩৫ : বয়স সাতাশ, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, সমীর সেনগুপ্ত, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, প্রতিভাস, পৃষ্ঠা - ১২৬।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ : দ্বিতীয় পর্ব, শ্রীমন্ত কুমার জানা, অগাস্ট ২০১৭, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ৩০৯।
৩. সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৯, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা - ১০১।
৪. আধুনিক বাংলা কবিতা, বুদ্ধদেব বসু, জুলাই ১৯৪০, কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ভূমিকাংশ।
৫. বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, জীবনানন্দ দাশ, ২০১৬, ভারবি।
৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ : দ্বিতীয় পর্ব, শ্রীমন্ত কুমার জানা, অগাস্ট ২০১৭, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ৩১০।
৭. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বাংলা কবিতার আধুনিক হয়ে ওঠার মুখপত্র, আমিনুল ইসলাম, অক্টোবর ২০২২, নবজাগরণ অনলাইন পত্রিকা।

৮. বাংলা সাহিত্যি পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, তুলসী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৪৫৮।

৯. চলি্কায় সকাল, নতুন পাতা, বুদ্ধদেবে বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, জানুয়ারি ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা - ৫৩।